তারিখ . 11 NOV 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

মেডিকেল প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ও বাস্তবতা

হুমাইরা সুলতানা প্রমি, কাজী মো. শামীমুল রেজা, শামরিন ইসলাম
জান্নাতুল মাওয়া শুকন্যা, উলফাৎ জামান

২০১৫-১৬ শিক্ষা বছরের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষান্তে দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিবন্ধনও সম্পন্ন হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম প্রায় সম্পন্নের পথে। যদিও এবারের মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপন করে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তা বাতিল করে পুনঃপরীক্ষা নেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। ফলে কার্যত জনমনে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া করে নিজ যোগ্যতায় চান্সপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা চরম দুশ্চিন্তা ও অযাচিত সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে এবং চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় সময় কাটানোর কারণে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোথায়ও ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে না।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরিচিত কেউ পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়েছে বলে শুনিনি। ভর্তি পরীক্ষার পরের দিন ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ফেসবুকে কিছু নমুনা প্রশ্ন পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কিছু প্রশ্নের মিল রয়েছে মাত্র।

কিছু আন্দোলনকারী পরীক্ষার পূর্ব রাতে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে তারা ফেসবুকের টাইমিংয়ের বিষয়টি ইন্ডিকেটর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো, টাইমিংকে পরিবর্তন করা যায়, এ ক্ষেত্রে এরূপ কিছু তারা করেছে কিনা তা দেখার দাবি রাখে। আবার অনেক পরীক্ষার্থী দাবি করেছে, তাদেরকে নম্বর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার পর অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত উত্তরপত্রগুলো ছিল ভুলে ভরা। তাই ভুল উত্তরের নিরিখে নম্বর হিসাব করলে এমনটি মনে হবেই।

সংবাদমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ইউজিসির একজন কর্মকর্তা গ্রেফতারের খবর প্রচার করলেও গ্রেফতারকারী কর্তৃপক্ষ এ সময়ে গ্রেফতারকৃত ওই কর্মকর্তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত মেডিকেলের প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ প্রদর্শন করেনি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতেও তার কাছে মেডিকেলের প্রশ্ন ছিল না বলে উল্লেখ করে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তথ্যে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেধার ভিত্তিতে চান্সপ্রাপ্ত ১৯৭ জনের মধ্যে ১৯৩ জনই 'ডাবল জিপিএ ৫.০' প্রাপ্ত এবং অবশিষ্ট ৪ জন এসএসসিতে জিপিএ ৫.০ এবং এইচএসসিতে জিপিএ ৪.৯ পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হওয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথমদিকে থেকে নির্বাচিত হয়েছে, যা কার্যত ভালো ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে তা প্রমাণ করছে। কার্যত পর্যাপ্ত কোনো দালিলিক প্রমাণাদি আজ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। এগুলো প্রমাণ করে, অভিযোগটি কার্যত প্রশ্নবিদ্ধ।

● লেখকবৃন্দ ঢাকা মেডিকেলের ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত